যায়যায়দিন

তারিখ 25 FEB 2013
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১৬ ...

সরকারি কলেজে ৪ হাজার শূন্য পদ পূরণে বিশেষ বিসিএস

এম মামুন হোসেন

দেশের সরকারি কলেজগুলোতে ১৪ হাজার শিক্ষকপদের মধ্যে প্রায় ৪ হাজার পদ শূন্য রয়েছে। এসব শূন্যপদ পূরণে কলেজগুলোতে চাহিদাপত্র চেয়ে পাঠিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সরকারের শেষ বছরে বিশেষ বিসিএসের (শিক্ষা) মাধ্যমে এসব শূন্যপদ পূরণের জন্য চাহিদাপত্র প্রণয়নের নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে শূন্যপদ পূরণে বিশেষ বিসিএসের দাবি জানিয়ে আসছে শিক্ষা ক্যাডারদের সংগঠন বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি। তবে পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান ড. সা'দাত হুসাইনের আমলে বিশেষ বিসিএস আয়োজনের ঝুঁকি নিতে চায়নি সরকার। কিন্তু বর্তমানে পিএসসি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এই সুযোগে শেষ বছরে রাজনৈতিক নিয়োগ দেয়ার জন্য আরেকটি বিশেষ বিসিএস নিতে চায় সরকার। একটি সূত্র জানিয়েছে, বিশেষ বিসিএসের মাধ্যমে ৪ হাজার কলেজ শিক্ষক নিয়োগের প্রজ্ঞাপন দেয়া হতে পারে। জানা গেছে, এনাম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সৃষ্ট পদ পূরণে সরকারকে আরো ১০ হাজার শিক্ষক নিয়োগ

বিসিএস : পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

বিসিএস : কলেজে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

দিতে হবে। জানা গেছে, উপজেলা পর্যায়ে কোনো কোনো কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাত্র একজন শিক্ষক দিয়ে পুরো বিভাগ চলছে। ওই বিভাগের একমাত্র শিক্ষক উচ্চ মাধ্যমিক, ডিগ্রি, অনার্স ও মাস্টার্স ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ক্লাস নিচ্ছেন। সারাদেশের ২৫১টি সরকারি কলেজের চিত্র প্রায় একই রকম। তবে উপজেলা পর্যায়ে সরকারি কলেজগুলোর শিক্ষক সঙ্কটের পরেই জেলা শহরের কলেজগুলোর অবস্থা। রাজধানীসহ বিভাগীয় শহরে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক পদ শূণ্য না থাকলেও অদ্ভুত এক নিয়মে প্রতি বছর কলেজে শিক্ষার্থী বাড়লেও শিক্ষকের পদ বাড়েনি। সরকারি কলেজগুলোয় একটি বিষয়ে চারজনের বেশি শিক্ষক অনুমোদন দেয়া হয় না। ঢাকা কলেজ, ইডেন কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, তিতুমীর কলেজের হিসাববিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা বিভাগে মাত্র চারজন শিক্ষক আছেন। এসব বিভাগে প্রায় তিন থেকে চার হাজার ছাত্রছাত্রী একাদশ শ্রেণী থেকে শুরু করে অনার্স ও মাস্টার্স করছেন। তিতুমীর ও ইডেন কলেজে একাদশ শ্রেণী নেই। কলেজগুলোতে মার্কেটিং এবং ফিন্যান্স বিভাগ আছে। বিসিএসে (শিক্ষা) মার্কেটিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে কোনো শিক্ষক নিয়োগ না দেয়ায় হিসাববিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা ফিন্যান্স এবং ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষকরা মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়ান।

কোনো কোনো কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাত্র একজন করে শিক্ষক রয়েছে। এই একজন শিক্ষক দিয়ে ইন্টারমিডিয়েট, ডিগ্রি এবং অনার্স, মাস্টার্স সব ক্লাসের শিক্ষার্থীদের পড়াতে হয়। এদিকে কোনো কোনো কলেজে বছরের পর বছর কোনো কোনো বিষয়ে একজন শিক্ষক না থাকলেও পাঁচ শতাধিক শিক্ষক ঢাকায় ওএসডি এবং ডেপুটেশনে (প্রেষণ) আছেন। কারো স্বামী ঢাকায় চাকরি করেন। কারো আবার স্ত্রী ঢাকায় আছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, স্বামী স্ত্রী দু'জনে একসঙ্গে থাকার জন্য এসব শিক্ষকরা মন্ত্রণালয়ে মোটা অঙ্কের ঘুষ দিয়ে বছরের পর বছর ওএসডি হয়ে ঢাকায় পড়ে আছেন। কলেজে কোনো ক্লাস নেন না। ওএসডি ছাড়াও প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষক বিভিন্ন প্রোজেক্ট, শিক্ষা বোর্ড, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি), শিক্ষা ভবন, নায়েমসহ আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ডেপুটেশনে আছেন। এসব শিক্ষক প্রেষণে দায়িত্ব পালন করছেন।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যায়যায়দিনকে বলেন, সরকারি কলেজগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে। কোথাও কোথাও এই হার অত্যাধিক। এ অবস্থায় রুটিন কাজ হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শূন্যপদের চাহিদা চাওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট ছকে প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষক পদের তথ্য-উপাত্ত পাঠাতে বলা হয়েছে বলে তিনি জানান।